দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 JAN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

02

মহানগরীর নানা সমস্যা

স্কুলে ভর্তি ।। অভিভাবকদের উৎকণ্ঠার অন্ত নেই

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

মহানগরীর স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। উৎকণ্ঠা আর উদ্বিগ্নতার শেষ নেই অভিভাবকদের। শিশুদের পছন্দমত স্কুলে ভর্তি করা, সে এক দারুণ সমস্যা। শিক্ষার্থীর তুলনায় এই নগরীতে শিক্ষায়তনের সংখ্যা খুবই নগণ্য। ভাল স্কুলের সংখ্যা? সে তো হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র।

নগরীর সরকারী বেসরকারী স্কুলগুলোতে এবার অবশ্য ভর্তি পরীক্ষার কোন নির্ধারিত তারিখ বেঁধে দেয়া হয়নি। যেমনটা দেয়া হয়েছিল গতবার। গত বছর নগরীর সবগুলো সরকারী স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা হয়েছিল একদিনে। বেসরকারী স্কুলের ক্ষেত্রেও ছিল সেই একই নিয়ম।

এবার সরকারী এবং বেসরকারী সকল স্কুলেই ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছে তাদের নিজ নিজ সময় এবং সুবিধামত। তবে, শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে বলা হয়েছেঃ ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে তাদের ভর্তি পরীক্ষা শেষ করতে হবে।

ঢাকা মহানগরীতে এই ভর্তি সমস্যা কোন নতুন ঘটনা নয়। প্রতিবছরই এই সমস্যায় নগরবাসীকে জর্জরিত হতে হয়, অপেক্ষায় মর্মোক্ত হতে হয়, চিন্তায় চিন্তিত হতে হয়। স্কুল থেকে স্কুলে ঘুরে ফিরতে হয় অভিভাবকদের। এ এক দুঃসহ পরিস্থিতি যেকোন অভিভাবকের জন্য। তবুও সবাই চান ছেলেমেয়েদের একটি ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে। অন্তত নিশ্চিন্ত হতে চান স্কুলের মান সম্পর্কে।

গত প্রায় একযুগেও ঢাকা মহানগরীতে একটিও সরকারী মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে পাঁচ-সাতটি। আর যেসব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে, তাতেও বসার বেঞ্চি নেই, ব্লাক বোর্ড নেই, চেয়ার নেই, টেবিল নেই। আর সব 'নেই'র আখড়া হয়েছে এই প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলো। ওসব বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কোন ভদ্র হিসেবে পড়ে না। অথচ কারো নজর নেই এদিকে। কোনদিন ছিল বলেও জানা যায় না।

বর্তমানে ঢাকা নগরীতে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৩৩০টির মত। অথচ প্রয়োজন সাড়ে ৮'শ'। শিক্ষা কর্মকর্তারা বলছেন, সমস্যার আপাতত সমাধানের জন্য এই মুহূর্তেই কমপক্ষে একশ' প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। নতুবা দিনে দিনে সমস্যা বাড়বে, কমবে না। ৬ থেকে ১১ বছরের লেখাপড়া করা শিশু-কিশোরের সংখ্যা গত ১৬ বছরে বেড়েছে দু'লাখের মত। এই সংখ্যা আরো বাড়বে। ঢাকায় সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে মাত্র ২৩টি, বেসরকারী ২১০টি। কর্মকর্তারা বলেছেন, ঢাকা শহরে মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন তিনশ'র বেশী।

না থাকার বিষয়টি ব্যবসায়ের জন্য উত্তম পরিস্থিতি। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনটি হয়েছে। ব্যবসা হিসেবে কিন্ডার গার্টেন এখন বেশ জমজমাট। এসব প্রতিষ্ঠানের ওপরে সরকারের তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কত বেতন, কেমন পড়াশোনা —এসব দেখাশোনা করার সরকারী কোন উদ্যোগ কখনও ছিল না।

সংবাদ এক জরিপ চালিয়ে দেখেছে, সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এ কারণেই দিনে দিনে কিন্ডার গার্টেনসহ বেসরকারী উদ্যোগে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে। এর জন্য অবশ্য আর্থিক ব্যয়ও তেমন বেশী নয়। একটি বাড়ী ভাড়া, কিছু চেয়ার-বেঞ্চি এবং স্বল্প সংখ্যক শিক্ষক প্রয়োজন হয়।

এক সরকারী জরিপে দেখা গেছে, শতকরা ৫৩ ভাগ কিন্ডার গার্টেন, নার্সারী, টিউটোরিয়াল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে মালিকানায়। এ ধরনের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণও করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানের মালিকের নামে।

ঢাকা মহানগরীতে যেসব 'নাম করা' স্কুল আছে তাতে ভর্তি হতে লাখ টাকার ডোনেশনের ঘটনাও আছে অসংখ্য। সংবাদ '৮৮ সালে ঢাকা শহরের লেখাপড়া শিরোনামে একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশের সময় লাখ টাকা ডোনেশনের বেশ কয়েকটি ঘটনা জানতে পেরেছিল। আর এবারে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেছে, সেই পরিস্থিতির উন্নতি তো হয়নি বরং ডোনেশনের টাকা বাড়াতে হচ্ছে।

ঢাকা নগরীর একটি ইংরেজী মাধ্যমের কিন্ডার গার্টেন স্কুলে প্রে গ্রুপে ভর্তি হতে স্বাভাবিক নিয়মে কমপক্ষে প্রয়োজন হয়, দশ হাজার টাকা। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ভর্তি গাইড বের হচ্ছে বছর চারেক ধরে। এ বছরও বেরিয়েছে বেশ কয়েকটি ভর্তিগাইড।

গৃহশিক্ষকের কাছে স্কুলের নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য প্রথম শ্রেণীর স্কুলে শিক্ষার্থীর আটশ' টাকা। এই মহানগরীতেই এমন অনেক স্কুল আছে যাতে ভর্তি হতে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা দিতে হয় স্বাভাবিক নিয়মেই। আর এসব স্কুলে মাসিক বেতন ৬শ' থেকে দেড় হাজার পড়াশোনাও চোখে পড়বে সবার।

স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা আর ভর্তি হবার মওসুম চলছে এখন। এ এক দারুণ দুশ্চিন্তা, মারাত্মক যুদ্ধ সকল অভিভাবকের জন্য।

নগরীর একটি স্কুলে ভর্তি ফরম সংগ্রহের জন্য শিশুসহ অভিভাবক-অভিভাবিকাদের অপেক্ষা —সংবাদ